দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

নং ০৪.০১.০০০০.১০৪.১৫.১১৯.১৭-  তারিখ:

## আদেশ

জনাব মোঃ খায়রুল হুদা, প্রাক্তন উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী গত ২৩/০৮/২০১৫ তারিখে জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগাঁ কর্তৃক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণের সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করে উদ্ধারকৃত টাকা জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করতঃ নওগাঁ সদর মডেল থানা মামলা নং ৬৩ তারিখ ২৩/০৮/২০১৫ দায়ের করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহীকে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-২/সি/ফাঁদ/০২-২০১৫/২৭৫৬৭ তারিখ ১৭/০৯/২০১৫ এর প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর স্মারক নং দুদক/সি/১৩৫-২০১৫/বিকা/রাজশাহী/২৭১১ তারিখ: ২২/৯/২০১৫ মূলে উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি উক্ত মামলা তদন্তশেষে বিজ্ঞ আদালতে নওগাঁ সদর মডেল থানার চার্জশীট নং ৬৮৭ তারিখ: ৩০/১২/২০১৫ দাখিল করেন। উক্ত ফাঁদ মামলার জব্দকৃত মূল আলামত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে তার হেফাজতে রক্ষিত ছিল এবং তার হেফাজতে থাকাবস্থায় উক্ত আলামত হারিয়ে যায়। তার উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর ৩৯(ক),(খ) ও (ছ) বিধির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ১৩/২০১৭ রুজুপূর্বক কমিশনের গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখের দুদক/১৪-২০০০/(সং-১)/৩১৪৯৭ ও ৩১৪৯৮ নং স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারী করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি গত ০২/১১/২০১৭ তারিখে জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করায় গত ২৭/১১/২০১৭ তারিখে তার বক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তার প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিশনের একজন কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে "দায়িত্ব পালনে অবহেলা" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৪/০১/২০১৮ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২। তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুর রহমান-এর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর ৪০(১)(খ)(১) বিধি অনুযায়ী "বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ" দন্ড এবং উক্ত বিধিমালার ৪০(১)(খ)(২) বিধি অনুযায়ী "উল্লিখিত ফাঁদ মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে রায় হলে আলামতের হারানো ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা তার নিকট হতে আদায়করণ" দন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মতে উক্ত দন্ড কেন তার প্রতি আরোপ করা হবে না তার কারণ উক্ত বিধিমালার ৪০(৬)(ঝ) বিধি অনুযায়ী লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য তার নিকট গত ০৪/০২/২০১৮ তারিখের ০৪.০১.০০০০.১০৪.১৫.১১৯.১৭-৩৮০৩ নং স্মারকমূলে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হলে তিনি গত ১৪/০২/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিল করেন। জবাবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি খন্ডন করতে ব্যর্থ হন বিধায় প্রস্তাবিত দন্ড বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩। এমতাবস্থায়, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত) জনাব মোঃ আমিনুর রহমানকে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর ৪০(১)(খ)(১) বিধি অনুযায়ী "বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ" দন্ড এবং উক্ত বিধিমালার ৪০(১)(খ)(২) বিধি অনুযায়ী "উল্লিখিত ফাঁদ মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে রায় হলে আলামতের হারানো ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা তার নিকট হতে আদায়করণ" দন্ড প্রদান করা হলো এবং কমিশনের গত ১০/১০/২০১৭ তারিখের দুদক/১৪-২০০০(সং-১)/৩০৫০০(২০) নং স্মারকমূলে তাকে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্সঙ্গে প্রত্যাহার করা হলো।

৪। উল্লিখিত দন্ড অত্র আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান